বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর
সকল পর্যায়ের জনশক্তির প্রতি

আমীরে জামায়াতের
আহ্বান

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর
সকল পর্যায়ের জনশক্তির প্রতি

আমীরে জামায়াতের আহ্বান

প্রকাশক ঃ **আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম**
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল ঃ মার্চ - ২০২০
ফাল্গুন - ১৪২৬
রজব - ১৪৪১

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সকল পর্যায়ের জনশক্তির প্রতি

আমীরে জামায়াতের আহ্বান

প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আমি প্রথমেই সিজদাবনত চিত্তে মহান রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি অত্যন্ত মেহেরবানি করে আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের কাজে শামিল করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামী আদর্শ মেনে চলা ও সমাজকে সে আদর্শের আলোকে গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত হতে পারাটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। একাজ করাটাই ছিল নবী-রাসূলগণের জীবনের মিশন।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা-

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

"আল্লাহতো সে মহান সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাকে অন্য সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে মুশরিকরা তা অপছন্দ করলেও।" (সূরা আস-সফ ঃ ৯)

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এ মহান লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী যে দিন থেকে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা করেছিল সে দিন থেকেই একটি চিহ্নিত অপশক্তি এ মহান কাজের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। এ অপশক্তির চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে জামায়াত তার লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ এগিয়ে যাবে।

জামায়াতের অগ্রযাত্রার গতিপথে ইতিহাসের এ ক্রান্তিকালে আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষের ওপর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যা খুব কঠিন জিম্মাদারী। আমি বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য ও আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতাই আমাদের এ

www.bjilibrary.com

মহান কাফেলাকে মনজিলের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। এ জন্যে আমাদের সকলকে মনে-প্রাণে, আমলে-আখলাকে এবং জ্ঞান ও যোগ্যতায় সাধারণ মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত হতে হবে। আপনাদের নিকট এ মূহূর্তে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হতে না পারলেও আমার অন্তর আপনাদের সাথেই আছে। কারণ আমি আপনাদেরকে, আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসূল (সা.) এবং দ্বীন ইসলাম ও আন্দোলনের খাতিরে আমার আত্মার আত্মীয় মনে করি।

প্রিয় সাথীরা

আপনারা জানেন যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। গুম, হত্যা, লুট, সন্ত্রাস, রাহাজানি, ছিনতাই, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জান-মাল ও ইজ্জতের ওপর হামলা বর্তমান সমাজে এখন নিত্য দিনের ঘটনা। মানুষ গড়ার আঙ্গিনা অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখা-পড়ার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষা নির্বাসিত বলা যায়। পেশী শক্তির কাছে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জিম্মী হয়ে গেছে।

যুব সমাজ আজ বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে হতাশার অন্ধকারে, নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা যুবক-যুবতীদের ধ্বংসকে আরো তরান্বিত করছে। ধনী-গরীবের ব্যবধান এখন আকাশ চুম্বী, কৃষক শ্রমিক আজ তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি দলীয়করণ অক্টোপাশের মত সর্বস্তরে আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে। সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম এখন গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শিল্প-কল-কারখানার অবস্থা সম্পর্কে সরকার যা বলছে বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ তার উল্টাটাই জনগণ প্রত্যক্ষ করছে। দেশ এখন বিদেশী পণ্যের বাজারে পরিণত হয়েছে। দেশের ভিতরে-বাইরে চলছে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। এ সবের বিরুদ্ধে কেউ কার্যকর কিছু করতে গেলে তার ওপর নেমে আসছে সীমাহীন জুলুম, হামলা-মামলার খড়গ। ফলে নিরীহ জনগণ আজ যেন ঐসব জুলুম-নির্যাতন, বঞ্চনাকে ভাগ্যের লিখন হিসেবেই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

দেশের বাইরে আন্তর্জাতিকভাবেও ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য চলছে চতুর্মূখী চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র। ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বরতা চলছে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, সিরিয়া, আরাকানসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের উপর। গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রবক্তা বিশ্ব মোড়লরা এসব দেখেও না দেখার ভান করে চলছে।

www.bjilibrary.com

এতসব অন্যায়-জুলুম, শোষণ, অব্যবস্থা আর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মুসলিম দেশগুলোর শাসকদের যে দায়িত্ব ছিল তা পালন করতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের উপরও যে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী আরেকটি সত্তা আছে, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও আপোষকামী শাসকরা যে সে মহান শক্তিশালী আল্লাহর আদালতে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হবে তা তারা ভুলেই গেছে।

আল্লাহর পথের সাথীরা আমার

এটাতো পরিষ্কার যে মুসলমানদের ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনের এ দুর্বিসহ অবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা জোর করে আমাদের উপর চাঁপিয়ে দেননি, বরং আল কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী দুনিয়া ও আখেরাতের সকল ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) এবং ঈমানদার-মুসলমানদের জন্যই। শুধু তাই নয় বরং ঈমানদারদের মধ্যে একদল সৎ, যোগ্য আল্লাহভীরু লোক গড়ে উঠলে আল্লাহ যে অবশ্যই তাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দেবেন, আল্লাহ নিজেই সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে সে ওয়াদার কথা ঘোষণা করেছেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَّعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَّ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ○

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে, তাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালা ওয়াদা দিচ্ছেন, তিনি তাদের ভূ-খণ্ডে প্রতিনিধিত্ব (রাষ্ট্র ক্ষমতা) দান করবেন, যেমন তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। তিনি তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন তাদের দ্বীনকে। যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদেরকে ত্রাস ও ভীতির বদলে শান্তি ও নিরাপত্তা দিবেন। তখন তারা কেবল আমারই দাসত্ব করবে এবং আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না। এরপরও যারা কুফরি করবে তারা হবে ফাসিক।" (সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

তাহলে দুনিয়ার সর্বত্র আমাদের এ দশা কেন? আল্লাহতো ওয়াদা পালনকারী হিসেবে সর্বোত্তম। আসলে আমাদের উপর যা ঘটছে এ জন্য আমরাই দায়ী। আল্লাহ তা'য়ালার কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এসব আমাদের হাতের কামাই।

www.bjilibrary.com

তিনি বলেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ○

"মানুষের নিজ হাতের কামাইয়ের ফলেই জলে ও স্থলে ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে। যা দ্বারা তাদের কিছু আমলের স্বাদ ভোগ করাতে চান। হয়তো তারা ফিরে আসবে।" (সূরা আর-রূম ঃ ৪১)

আমরা যদি ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে মুমিন ও মুজাহিদের উন্নত গুণাবলী অর্জন করে দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হই, তাহলে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে বাধ্য। কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওয়াদা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। আল্লাহ তাঁর ওয়াদাতো সত্যে পরিণত করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শ শাসনকাল সহ বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

দ্বীনি আন্দোলনের সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা

স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে ও নিজেদের বিবেকের দুয়ারকে বন্ধ করে দিয়ে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, সত্যকে যারা ভয় পায়, সত্যদ্বীন প্রতিষ্ঠাকে যারা বরদাশত করতে চায়না তাদের এ ষড়যন্ত্র ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা বরং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধীতাকারীদের এ এদেশের মানুষ বিশ্বাস করে না। আর করেনা বলেই তাদের শত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাঝেও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি বিশ্বাস, রাসূলের (সা.) প্রতি মহব্বত এবং কুরআন-হাদিসের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অটুট রয়েছে। এখানে কেউ হাত দিলে তারা সিংহের মত গর্জে উঠে তা প্রতিহত করেছে বহুবার।

আমাদের দেশসহ সারা দুনিয়ায় আজ ইসলামের প্রতি আগ্রহ প্রচণ্ড গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বেচ্ছায়-স্বাগ্রহে অগণিত বনি আদম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে সিক্ত করছে। সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের সকল ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করে মুসলিম হিসেবে এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদেরকে ইজ্জতের সাথে বাঁচতে হলে ইসলাম ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। সারা দুনিয়ায় মানব রচিত মত ও পথের ব্যর্থতা ও অসারতার প্রেক্ষাপটে ইসলামী পুনর্জাগরণের লক্ষণ সুস্পষ্ট। বাংলাদেশও এর থেকে পিছিয়ে থাকতে পারে না। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমাদেরকে এ মহান মিশন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। ভুল-ত্রুটি দুর করে খাঁটি মুসলমান রূপে গড়ে উঠতে হবে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তা'য়ালাই আমাদের একমাত্র অভিভাবক। আর তিনি যাদের অভিভাবক হন দুনিয়ার কোন শক্তি তাঁদেরকে দমাতে পারে না। আজ আমাদের নেতা কর্মীদেরকে হত্যা করা হচ্ছে আর আল্লাহ তা'য়ালা এ আন্দোলনকে মেহেরবানি করে এগিয়ে দিচ্ছেন তীব্রভাবে। ইনশাআল্লাহ, এ কাফেলা এগিয়ে যাবেই রোখার সাধ্যকার।

আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আপনাদেরকে দৃঢ় আশ্বাস দিতে চাই তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক, আর ইসলামী আন্দোলন ও তার নেতৃবৃন্দের প্রতি হামলা, মামলা, সন্ত্রাস, হত্যা আর জুলুম-নির্যাতন করুক না কেন ইসলামী আন্দোলনকে দমন বা প্রতিহত করার শক্তি তাদের নেই। সময়ের ব্যবধানে আল্লাহর মার তাদের ওপরেই পড়বে। ইতিহাসের পাতা থেকে এ ষড়যন্ত্রকারীরাই একদিন মুছে যাবে, ইনশাআল্লাহ। আমি বিশ্বাস করি, যদি আপনারা আল্লাহ ও রাসূল (সা.) প্রতি অটল ঈমান আর ইসলামের অনুপম চরিত্র-মাধুর্য নিয়ে দলমত নির্বিশেষে জনগণের কাছে হাজির হন তাহলে তারা আল্লাহর দ্বীনের এ ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবে না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আমরা আমাদের এ প্রিয় দেশকে আমাদের ও জগতের মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার পছন্দনীয় পথ-দ্বীন ইসলামের আলোকে সাজাতে চাই। এ জন্যে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ লোকের প্রয়োজন। প্রয়োজন দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের বিপুল পরিমাণ সমর্থন ও সহযোগিতার।

বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবি হচ্ছে জামায়াতের সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের খাঁটি মুসলিমরূপে নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য আন্তরিকভাবে সময় শ্রম ও সাধনায় নিয়োজিত হওয়া। নিয়ম-শৃঙ্খলা ও রীতি-নীতি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে মেনে চলে লক্ষ্য পানে এগিয়ে যাওয়া। এ জন্যে নিম্নোক্ত করণীয় আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে আমি আপনাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এক ঃ আত্মগঠন ও আত্মন্নোয়নের উদ্দেশ্যে আল-কুরআনের তাফসীর, হাদিস ও ইসলামী বই সাধ্যমত ও নিয়মিত পড়াশুনা করতে হবে

মানব জীবনের মৌলিক বিষয়াদির একটা সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিশ্লেষণ এবং যাবতীয় সমস্যার নির্ভুল সমাধান উপস্থাপন করেছে মহান রাব্বুল আলামিনের সর্বশেষ অবতীর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) হচ্ছেন এ পবিত্র গ্রন্থের বাস্তব রূপকার। এ কারণে তাঁর সুন্নাহ বা হাদিসের ওপর গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে কুরআনের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে হবে।

www.bjilibrary.com

মহানবী (সা.) বলেছেন- "তোমাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে সে, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।" অতএব নিজেদের অধ্যয়নের পাশাপাশি অন্যদেরকে কুরআন উপস্থাপিত দ্বীনের নেয়ামতের অংশীদার বানানোর দায়িত্বও পালন করতে হবে।

দুই ঃ সুনির্দিষ্ট টার্গেট নিয়ে নিয়মিত দাওয়াতি কাজ করতে হবে

যেহেতু নবী-রাসূলগণ নিজেদের নবুয়ত ও রেসালতের জিম্মাদারী পালন ও মানুষকে পথ ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার মহৎ কাজটি এ দাওয়াতের মাধ্যমেই করেছেন তদ্রুপ নবীর উম্মত ও উম্মতের প্রত্যেক সদস্যকেও এ দাওয়াত দানের মাধ্যমেই উম্মত হবার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। অন্যায়, অসত্য, পাপাচার ও পঙ্কিলতায় নিমজ্জমান মানব জাতিকে উদ্ধারের একমাত্র পথ "দাওয়াত ইলাল্লাহর" কাজকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করতে হবে।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর দাওয়াত ইলাল্লাহ বা আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির উপর কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে।
মহান আল্লাহ বলেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ○

"তোমাদের প্রভুর পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দাও হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু জানেন, কারা সঠিক পথ থেকে বিপদগামী হয়, আর সঠিক পথ প্রাপ্তদেরও তিনি ভালোভাবে জানেন।" (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

আল্লাহর বান্দাদের মাঝে যারা ঈমানদার তাদেরকে পূর্ণ মুসলিম হয়ে জীবন যাপন, আর যারা এখনো ঈমান আনতে পারেননি তাদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার দাওয়াত অব্যাহত রেখে আমাদেরকে দায়ী ইলাল্লাহর লোভনীয় মর্যাদা ও প্রতিদান অর্জনে আন্তরিক হতে হবে।

তিন ঃ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করা

ইসলাম যে সব ইবাদত ফরজ করেছে তা পালন করা এবং যা নিষেধ করেছে তা বর্জন করার নীতিকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে কেবল মুমিনের

www.bjilibrary.com

নফসের পরিচ্ছন্নতা বিধান ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। আমল ও আখলাকের এ নীতির ওপর অটল অবিচল থাকতে পারলে মুমিন ব্যক্তি তার বিবেক-বুদ্ধি, চরিত্র, মন এবং ধন-সম্মান ও বংশের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে পারবে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

"তাদেরকেতো এ ছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে (আল্লাহর জন্য) নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, আর এটাই সত্য-সঠিক-সুদৃঢ় দ্বীন।" (সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৫)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেন-

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۡ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

যারা ইত্তেবা (অনুসরণ) করবে আমার এ রসূল উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তারা লিপিবদ্ধপায় তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত এবং ইনজিলে, সে তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেয় মন্দকাজ থেকে বারণ করে, তাদের জন্য সব ভালো জিনিস হালাল করে, সব নোংরা অপবিত্র জিনিস হারাম করে এবং তাদেরকে মুক্ত করে সেসব গুরুভার ও শৃংখল থেকে, যেগুলো তাদের উপর বোঝা হয়ে চেপেছিল। অতএব যারা তার প্রতি ঈমান আনবে, তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে, তাকে সাহায্য করবে এবং সে নূর (কুরআন) এর ইত্তেবা বা অনুসরণ করবে, যা নাজিল করা হয়েছে তাঁর সাথে, তারাই হবে সফলকাম। (সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭)

এটা অত্যন্ত পরিস্কার যে ইসলাম যদি একটি জিনিসকে হারাম করেছে তা হলে তদস্থলে অধিক ভালো ও কল্যাণময় জিনিস হালাল করে দিয়েছে। তা সে হারাম জিনিসের যাবতীয় ক্ষতিকর বা খারাপ অংশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও

www.bjilibrary.com

বহুবিধ সাফল্যের দ্বার উদঘাটনকারী রূপে পরিগণিত। যার ফলে ইসলামের পূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণে কাঠিন্য ও অবাস্তবতার তথাকথিত অভিযোগ উত্থাপনকারীদের জ্ঞানের দৈন্যতাই প্রকটভাবে ধরা পড়ে যায়।

চার ঃ আমাদের সামর্থ অনুযায়ী সমাজের অসহায়, নিরন্ন অধিকারহারা মানুষের নিকট সেবা ও সহযোগিতার আয়োজন নিয়ে হাজির হতে হবে

অধিকার বঞ্চিত মানুষ সামর্থবানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে তা অমানবিক। বরং যার যতটুকু সামর্থ রয়েছে তিনি তা নিয়ে অভাবীদের খুঁজে বের করবেন, জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে পেরেশানীর সাথে তাদের পাওনা তাদের কাছে পৌঁছে দেবে। জামায়াতের নেতা কর্মীদের নিকট এ মনোবৃত্তিই আমি প্রত্যাশা করি। দ্বীন ইসলামের হক্কুল ইবাদ আদায়ের এটাই স্প্রীট।
মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

"যাদের মাল-সম্পদে নির্ধারিত হক থাকে ভিক্ষুক এবং মাহরুম মানুষের জন্যে।" (আল-মায়ারিজ ঃ ২৪-২৫)

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝

"তাদের অর্থ সম্পদে ছিল সাহায্য প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের অধিকার।" (সূরা আয্ যারিয়াত ঃ ১৯)

পাঁচ ঃ সাংগঠনিক মজবুতী অর্জনে আরো বেশি যত্নশীল হতে হবে

তৃণমুল (ইউনিট) থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে গতিশীল, কার্যকর ও বহুমুখী কাজ আঞ্জাম দেয়ার মত সামর্থের অধিকারী করে গড়ে তুলতে হবে। যাবতীয় ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে একমাত্র মহান আল্লাহকে ভয় করার মতো সাহসী ও মানসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলার পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে। সংগঠনে আনুগত্য ও শৃঙ্খলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সকল শাখাকে কাজের স্বাভাবিক তৎপরতা অব্যাহত রেখে এবং নিয়মিত সফর প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে পবিত্র ও প্রাণবন্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

ছয় ঃ কঠোর কঠিন বিপদেও ধৈর্যধারণ, দৃঢ়তা-অবিচলতার নজির স্থাপন করতে হবে

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যারা জনসমাজে আবির্ভূত হয়, তাদের প্রথমেই সংগ্রাম করতে হয় বৈরী শক্তিগুলোর সাথে। কেননা এ শক্তিগুলো মানবসমাজ থেকে আল্লাহর দ্বীনকে নির্মূল করে কায়েম করতে চায় আল্লাহ

www.bjilibrary.com

পাকের অপছন্দনীয় রাজত্ব। সকল নবীর যুগেই এ দু'বিপরীত ধর্মী শক্তির মাঝে সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۝

এভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্যে মানুষ ও জিন শয়তানদের শত্রু বানিয়ে দিয়েছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরের কাছে মুখরোচক কথা ইঙ্গিত করে। আল্লাহ চাইলে তারা এমনটি করতো না (এ দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে)। সুতরাং তুমি ত্যাগ করো তাদেরকে এবং তারা যে মিথ্যা রচনা করে সেটাকে। (সূরা আল আনআম ঃ ১১২)

তাই নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারী, তাঁদের পথের অনুসারী এবং তাঁদের দ্বীনি দাওয়াতের ধারক বাহকদের অবস্থাও অনুরূপ হতে বাধ্য। বস্তুতঃ মুমিনের দুনিয়াবী জীবন হলো ত্যাগের আর পরকালের জীবন হলো ভোগের।

সুতরাং আমাদেরকে বিপদ, মুসিবত, দুঃখ-কষ্টে থাকতে হবে অটল, অবিচল, অনড়। এ পথের প্রতিকুলতার কারণে মনে দুঃখ বোধ করা যাবে না, হতাশা নিরাশায় কাতর হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের পথ ধরলে সব অর্জনই বরবাদ হয়ে যাবে। এ আত্মঘাতী পথের বিপরীত মহান আল্লাহর সেই ঘোষণাকে সম্বল করে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝

"নিশ্চয়ই যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রভু, অতঃপর এ কথার উপর অটল অবিচল থাকে তাদের প্রতি ফেরেশতা নাজিল হয়ে বলে, আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আপনারা খুশী হয়ে যান সে জান্নাতের জন্যে যার ওয়াদা আপনাদের দেয়া হয়েছিল।" (হা-মীম-আস সাজদা ঃ ৩০)

সাত ঃ আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ

পারস্পরিক সু-সম্পর্ক আল্লাহ তা'য়ালার এক মূল্যবান নিয়ামত। যা মুমিনদের 'ভ্রাতৃত্বকে' দুশমনি শত্রুতা ও ভাংগনের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে এক দেহ এক প্রানে পরিণত করেছে। আল-কুরআনের ঘোষণা হলো

www.bjilibrary.com

"তোমরা আল্লাহর সে অনুগ্রহকে স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পর শত্রুতা পোষণ করতে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তারই কল্যাণে পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।"

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে "মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই" আরো বলা হয়েছে "মুমিন পুরুষ ও মুমিন মহিলা পরস্পর বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ" ইসলামের প্রথম যুগে রাসূল (সা.) এর সঙ্গী সাথীগণের পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের স্বীকৃতি স্বয়ং আরশের মালিকের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের এ সুদৃঢ় বন্ধন একান্তভাবেই মজবুত শিকড় গেড়ে বসেছিল।

তাঁরা ছিলেন মুলত দু'টি দেহের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রাণ। বরং আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলা যেতে পারে যে তাঁরা ছিলেন এক দেহ ও হৃদয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রাণ সত্তা।

মহান আল্লাহ তাঁর সে অনুগ্রহের কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন-

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

"আর তিনিই তাদের অন্তরকে এক সূত্রে গেথে দিয়েছেন। তোমরা যদি পৃথিবীর সমস্ত ধন-রাজী বিলিয়ে দিতে তবুও তা সম্ভব হতো না বরং আল্লাহ এটা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।" (সূরা আনফাল ঃ ৬৩)

আনসার ও মুহাজিরদের পারস্পরিক সর্ম্পক, সুখে-দুঃখে একে অপরের খোজ-খবর রাখা, ইসার বা আত্মত্যাগের অগনিত দৃষ্টান্ত আল্লাহ প্রদত্ত সে নেয়ামতের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে।

যখনি মুসলিম জনপদে বা কোন মুসলিম জামায়াতে অন্যায় পথে সমালোচনা, গীবত চলতে থাকে, পরস্পরের মধ্যে আস্থার অভাব, গ্রুপিং, ব্যক্তিপূজা, অঞ্চলপ্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতি এবং ন্যায় ও ইনসাফের কাঙ্ক্ষিত বোধ শক্তির বিলুপ্তির মত গর্হিত আচরণ দানা বাঁধতে থাকে, প্রশ্রয় পেতে থাকে, তখনি আল্লাহ প্রদত্ত ও নবীর (সা.) প্রদর্শিত ভ্রাতৃত্বের মহান ও অপরিসীম শক্তিশালী নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে পুনরায় আইয়ামে জাহিলিয়াতের সেই কলুষিত ও নোংরা চরিত্রের ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। যা থেকে আমাদেরকে মুক্ত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে এমন কাজ কোনোভাবেই চলতে দেয়া যাবে না।

www.bjilibrary.com

আট ঃ আদর্শ গৃহ পরিবেশ গড়ে তোলার প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে হবে

আমাদের পরিবার ও পারিবারিক জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ ও শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা পিতা-মাতাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সতত প্রস্তুত ও তৎপর থাকা। সন্তান-সন্ততিকে ভবিষ্যত কর্তব্য পালনে প্রস্তুত করা, নৈতিক দীক্ষায় সমৃদ্ধ করা। এ ক্ষেত্রে এমন এক গৃহ পরিবেশ নিশ্চিত করা যেখানে পরিবারের বড়-ছোট সকলেই এক উন্নততর জীবন ব্যবস্থা প্রত্যাশী হয়ে গড়ে উঠবে। নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও স্থায়ী করা, যাদের প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হবে, যে পরিবারটি হবে ইসলাম নামক প্রাসাদের এক একটি সুদৃঢ় ইট। পরিবারের মুরুব্বীদের মধ্যে যিনি দ্বীন পালনে অগ্রসর তাঁকেই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে, পরিবারের বাকী সদস্যদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শের আলোকে গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমান পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে বিশেষ করে শিশুর চরিত্র গঠন এবং শিশুদের ভবিষ্যত সমাজের উপযুক্ত ও আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তোলার মত কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজে গুরুত্বের সাথে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কারণ শিশুরা কোন সময়ই ভালো-মন্দ, ভুল-নির্ভুল ও ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী বোধ ও বিবেক শক্তি আপনা আপনিই লাভ করতে পারে না। আর পারে না বলেই শিশু বয়স থেকেই তাদের মনে মহান আল্লাহ, রাসূল (সা.) ও পরকালের প্রতি দৃঢ় ঈমান মজবুত করে বসিয়ে দেয়ার কাজটি করতে হবে। এ জন্য শিশুর মনস্তত্বকে অনুধাবন করে ইসলামী ভাবধারায় পর্যায়ক্রমে তাদেরকে বিকশিত করার পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে।

নয় ঃ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়ে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে আসতে হবে

দুনিয়ায় কোনো কাজই অর্থের যোগান ছাড়া নিছক আবেগ দিয়ে হয়ে উঠে না। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ একটি বিরাট কাজ। এ কাজে অর্থ-সম্পদের কুরবানির বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনের বহু জায়গায় নির্দেশ প্রদান করেছেন–

وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَ اَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা (মানুষদের সাথে) অনুগ্রহ করো, অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহকারী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৯৫)

www.bjilibrary.com

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

যারা আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা হলো এরকম যেমন একটি (শষ্য) বীজ (বপন করা হলো) সেটি বের করলো সাতটি শীষ। আর প্রতিটা শীষে উৎপন্ন হলো একশত শষ্য দানা। আল্লাহ যাকে চান এমনি করে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণে একাই যথেষ্ট, তিনি সর্বজ্ঞানী। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬১)

আমাদের আয়ের একটি অংশ দ্বীন কায়েমের উদ্দেশ্যে বাইতুলমালে জমা দানে এগিয়ে আসতে হবে এবং দানের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে আন্তরিক হতে হবে। সমাজের বিত্তবানদের থেকে যাকাত, ওশর ও অন্যান্য দান সংগ্রহ করে তা অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে।

দশ ঃ আমাদের ২৪ ঘণ্টার জীবন হবে রাতে সাধক, দিনে মুজাহিদ

আমাদের ২৪ ঘণ্টার জীবন হবে রাতে সাধক, দিনে মুজাহিদ। এ ধরনের উচ্চাঙ্গের জীবনের একটা ঈর্ষণীয় প্রাপ্তিও রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

"রাতে কিছু অংশ তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করো এ সালাত তোমার জন্যে অতিরিক্ত কর্তব্য। অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে উঠিয়ে আনবেন প্রশংসিত স্থানে।" (আল-ইসরা ঃ ৭৯)

সমগ্র কুরআনে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের রাত ও দিনের কর্মব্যস্ততার চিত্র আল্লাহ নিজেই তুলে ধরেছেন। মনে রাখতে হবে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পরও আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের উপযুক্ত হতে না পারলে আমরা কামিয়াবী অর্জনে ব্যর্থ হয়ে যাবো।

সাহায্য, রহমত ও বিজয়ের ফয়সালা যিনি করবেন তিনি শেষ রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে এসে বান্দাকে দান করার জন্য আহ্বান জানাতে থাকেন। সে দুর্লভ সময়ে আরামের ঘুম ত্যাগ করে মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিতে পারলে, তাঁর দরবারে লুটে পড়তে পারলে, রাতের নির্জনতায় মসজিদের মেহরাবের নিকটে-ঘরের নিভৃত কোনে বিনয়াবনত অবস্থায় কাকুতি-মিনতি করে জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ যাবতীয় কল্যাণকর বস্তুর জন্য প্রার্থনা করলে তিনি আমাদেরকে খালি হাতে ফিরাবেন না।

www.bjilibrary.com

তিনি বলেছেন–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۝

"তোমাদের প্রভু বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকের (দোয়ার) জবাব দেবো (দোয়া কবুল করবো)।" (সূরা আল-মুমিন ঃ ৬০)

সাহাবায়ে কেরামের রাতের বেলার জীবনতো এভাবেই কাটতো। আবার দিনের বেলায় তাঁরাই আন্দোলন সংগ্রামের ময়দানে রাতের ফরিয়াদের বাস্তব নমুনা পেশ করতেন। সময়, শ্রম, যোগ্যতা, মেধা, শক্তি-সামর্থ, জান-মাল সবটুকু উজাড় করে দিয়ে ব্যাঘ্র-গর্জনে তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতেন। আমাদেরকে ঐসব মহৎ ব্যক্তিদের অনুসরণে ব্রতী হতে হবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আমাদের দুনিয়ায় আগমন অপরিকল্পিত নয় বা কোন দুর্ঘটনার ফসল নয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মহান পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে আমাদেরকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এখানে আমরা চাইলেও স্থায়ীভাবে থাকতে পারবোনা। এ পর্যন্ত কেউ থাকতে পারেনি। চলে যেতেই হবে পরপারের জীবনে মহান প্রভূর দরবারে।

এখন দেখার বিষয় হলো কি নিয়ে আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হবো। এ স্বল্প সময়ে পরপারের পাথেয় আমরা কিভাবে সংগ্রহ করলে সফল হবো। ইসলামী আন্দোলনের বরকতে আমরা চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির যে রাজপথ পেয়েছি, যে পথে চলার জন্য শুধু নবী-রসূলগণই মানব জাতিকে আহ্বান জানাননি, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই মেহেরবানি করে সে পথে চলতে বলেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

"হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদের এমন এক তিজারতের (ব্যবসায়ের) সংবাদ দেবো, যা তোমাদের নাজাত দেবে বেদনাদায়ক আজাব থেকে? তাহলোঃ তোমরা ঈমান রাখবে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, আর জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের অর্থ সম্পদ এবং জান-প্রাণ দিয়ে। তোমাদের জন্যে এটাই কল্যাণকর যদি তোমরা জানো!" (সূরা আস-সফ ঃ ১০ ও ১১)

www.bjilibrary.com

আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত হেরার সে রাজপথ ধরে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এ পথে যারা চলার সিদ্ধান্ত নেয় তাদের এ সিদ্ধান্তে তারা সত্য কিনা মহান আল্লাহ তা যাচাই বাছাই করবেন, পরীক্ষায় ফেলে দেখবেন। এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কন্টকাকীর্ণ। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা এ পথের নিত্য দিনকার সাথী।

মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখে দৃঢ়পদে এগিয়ে যেতে হবে, সংগঠনের যাবতীয় কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সফলতা আল্লাহর হাতে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোনো ব্যর্থতা নেই বরং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নাজাতের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে এ জন্যে নিজের আত্মগঠন ও আত্মন্নোয়নে সব রকমের উদ্যোগ নিতে হবে এবং জনগণের মধ্য থেকে সৎ, উদ্যমী, মেধাবী ও সাহসী ব্যক্তিদেরকে গুরুত্ব দিয়ে আন্দোলনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে দেশব্যাপী গণসংযোগ পক্ষ-২০২০ এ সকল ভয়-ভীতি, জড়তা, বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে, মুক্তির বার্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাবেন। প্রকৃত মুক্তি ও নাজাত যে মহান রাব্বুল ইজ্জতের দেয়া পথে রয়েছে, পথ হারা মানুষকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, দরদের সাথে তা বুঝানোর চেষ্টা করবেন।

গণসংযোগ পক্ষে সংগঠনের দেয়া সার্কুলারের আলোকে ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসবেন। এটা আপনাদের নিকট আমার প্রত্যাশা। এ পক্ষের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনুক, মহান আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আমাদের প্রিয় ভাই ও বোনদের কবুল করুন। আখিরাতে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন ॥

ওয়ামা তাওফিকী ইল্লাবিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াকালতু ওয়া ইলাইহি উনিব।

আপনাদের ভাই

ডাঃ মোঃ শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.bjilibrary.com